ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১২

১৬-৩০ জুন

অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফলের গাছ লাগান

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০২ আষাঢ় ১৪১৯
১৬ জুন ২০১২

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী 'ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই তরুলতা, পশু-পাখি মানুষের পরম বন্ধু। ফলদ বৃক্ষ আমাদের ফল দেয়, ছায়া দেয়, আসবাবপত্রের উপকরণ ও প্রাণবায়ু অক্সিজেনের যোগান দেয়। মানবজাতি ও প্রাণিকূলের অস্তিত্বের জন্য বৃক্ষ রোপণ ও এর পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন।

পুষ্টি সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ফলদবৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ পালনে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফলের গাছ লাগান' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের মাটি ও জলবায়ু বিভিন্ন রকমের ফল চাষের জন্য খুবই উপযোগী। দেশের উত্তরাঞ্চলের মতো অন্যান্য অঞ্চলেও ফল চাষের প্রসার ঘটিয়ে ফল উৎপাদন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

আমি সকলকে অধিক হারে ফলদ বৃক্ষ রোপণের উদাত্ত আহ্বান জানাই এবং 'ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১২' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশে ফল চাষ সম্প্রসারণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

ফল মানব জাতির প্রথম এবং প্রাচীনতম খাদ্য। ফলদ বৃক্ষ ফল দেয়, আসবাবপত্রের উপকরণ সরবরাহ করে এবং বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফল বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ভিটামিন ও বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ নানা জাতের দেশি ফল খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অসামান্য অবদান রাখে।

বাংলাদেশ একটি আর্দ্র ও অব-উষ্ণ মন্ডলীয় দেশ। এখানে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, কলা, আনারস, নারিকেল, তরমুজ ইত্যাদি ফল অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর মাটির কারণে অল্প পরিচর্যায় প্রত্যাশিত ফলন দিয়ে থাকে। দেশি ফল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এবং অন্যান্য শস্যের তুলনায় ফলের দাম বেশি হওয়ায় ফল চাষিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

আমাদের ফসলভিত্তিক জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ ফল থেকে আসে। আমাদের দেশে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ এই চার মাসে মোট ফলের ৫৪% উৎপাদিত হয়ে থাকে। ভরা মৌসুমে বিভিন্ন ফলের বিপুল সমারোহ ঘটে। ফল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত হিমাগার এবং বাজারজাতকরণ সুবিধার অভাবে ফল চাষিরা এ সময়ে অল্প মূল্যে ফল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। ফল পচনশীল পণ্য হওয়ায় ও ফল সংগ্রহ ব্যবস্থা আধুনিক না হওয়ায় ২০-৪০% ফল সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যায়। ফল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত হিমাগার সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হলে এবং আধুনিক উপায়ে ফলের জুস, জ্যাম, জেলি, আচার ইত্যাদি তৈরি করে ফল সংরক্ষণ ও উহার বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি তা বিদেশে রপ্তানি করতে পারলে ফল চাষীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমাদের ফলের চাহিদা নিত্যদিনের। সুস্বাস্থ্যের জন্য একজন মানুষের দৈনিক যতটুকু ফল খাওয়া প্রয়োজন আমরা অনেকেই তা খেতে পারি না। ফল কম খাওয়ার কারণে একদিকে যেমন স্বাভাবিক খাবারের ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে, অন্যদিকে অপুষ্টিজনিত কারণে বিশাল জনগোষ্ঠী নানাবিধ রোগে আক্রান্ড় হচ্ছে। আমদানি করা আপেল, কমলা, আঙ্গুর, নাশপাতি, ডালিম ইত্যাদি বাহারি ফল অনেক দোকানে শোভা পেলেও তা আমাদের অনেকেরই ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। তাই দেশি ফলের চাষ বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের মাটি ও জলবায়ু নানা জাতের ফল চাষের জন্য খুবই উপযোগী। দেশি ফলের উৎপাদন বাড়িয়ে স্বাভাবিক খাবারের ওপর চাপ কমানো ও দেশের মানুষকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। একদিকে আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কুল, তরমুজ প্রভৃতি ফলের চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে, অনেক কৃষক কমলা, ড্রাগন ফল, আঁশ ফল, রাম্বুটান, স্ট্রবেরি ইত্যাদি ফল চাষের প্রতি ঝুঁকছে। অপরদিকে আবাদ, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী দেশি বরই, তেঁতুল, জাম, চালতা, ডেউয়া, করমচা, গাব, ক্ষুদিজাম, সফেদা, বিলিম্বি ইত্যাদি অনেক ফল বিলুপ্ত হতে চলেছে।

পেয়ারা, কুল, লিচু, তরমুজ প্রভৃতি ফল গাছে রোগ বালাইয়ের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে। কৃষি বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক এসব ফল গাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কীটনাশক/ বালাইনাশক প্রয়োগ করে ফলকে পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। ইদানিং জনস্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে অপরিপক্ব ফল পাকানো ও সংরক্ষণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এতে ফলের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি উহাতে পুষ্টি উপাদান কমে যাচ্ছে। আধুনিক উপায়ে রাসায়নিক দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় ব্যবহারের বিষয়ে ফল উৎপাদনকারী, ফল ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের সচেতন করতে হবে।

দেশি ফলের পুষ্টিমান আমদানিকৃত বিদেশি ফলের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। আপেল-আঙ্গুরের চেয়ে পেয়ারা, আমলকী, কলা, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন বেশি পরিমাণে থাকে। আমাদের দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের আমে প্রচুর পরিমাণ শর্করা, চিনি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন-এ থাকে। সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমের ভিটামিন-এ সাইনাসের প্রদাহ লাঘবে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশে বিশেষ করে লাল মাটিতে কাঁঠাল খুব ভালো হয়। কাঁঠালে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস, চিনি ও শর্করা থাকে। মধু মাসে অনেকে ভাতের পরিবর্তে কাঁঠাল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে।

আমাদের দেশে ভিটামিন সি জাতীয় ফলের মধ্যে কমলা একটি জনপ্রিয় ফল। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ কমলা আমদানি করা হলেও তা বেশির ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। কমলা ও আনারস উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট জেলায় এবং কমলা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে কমলা ও আনারসের চাষ কিছুটা প্রসার লাভ করলেও পার্বত্য অঞ্চলে কমলার চাষ এখনও আশানুরূপ নয়। দেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে মাঠ ফসলের চেয়ে ফলের চাষাবাদ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব অঞ্চলে অন্যান্য ফলের পাশাপাশি আনারস, স্ট্রবেরি ও কমলার চাষ ফল চাষের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী ফল পেয়ারা, আমড়া, কাউফল, খাটো জাতের নারিকেল ও সফেদার চাষ সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। গ্রামে বসতবাড়ি ও স্কুল-কলেজের আঙিনা এবং উঁচু রাস্তার ধারে ফল চাষের পাশাপাশি শহরাঞ্চলের বসতবাড়ির ছাদে, টবে ও ড্রামে ফলের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নতজাত, মানসম্পন্ন চারা/কলম ও নিবিড় পরিচর্যার অভাব এবং বৈরী আবহাওয়ার কারণে অনেক সময় আমাদের দেশে ফলের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না। ফলের উন্নত এবং অঞ্চল উপযোগী জাত, আধুনিক পরিচর্যা ও বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশি ফলের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। দেশের ২ কোটি ২৫ লাখ বসতবাড়িতে ক্ষুদ্র পরিসরে ফল বাগান স্থাপন করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণসহ বাড়তি আয়ের সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চত্বরে টিম্বার বা কাঠ উৎপাদনশীল গাছের পরিবর্তে ফল ও কাঠ পাওয়া যায় এমন দেশি ফল গাছ রোপণে সংশিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

বর্তমান কৃষকবান্ধব সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশি ফলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে 'সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প' অন্যতম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৭২টি হর্টিকালচার সেন্টার, বিএডিসি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে নামমাত্র মূল্যে উন্নত জাতের ফলের চারা/কলম বিক্রি হচ্ছে। ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১২ উপলক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৮৫ লাখ ফলদ বৃক্ষ ও ১৫ লাখ ভেষজ গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রাঙ্গণে ১৬-১৮ জুন ২০১২ অনুষ্ঠিতব্য তিনদিনব্যাপী ফল মেলায় ৪০টির বেশি প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত ফল ও ফল জাতীয় বিভিন্ন পণ্য ও এদের সহায়ক প্রযুক্তি প্রদর্শন করবে।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ ফুলে ফলে ভরে উঠবে।

মোঃ আব্দুল লতিফ
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
১২ জুন ২০১২

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কৃষি মন্ত্রণালয় ১৬-৩০ জুন ২০১২ ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

মানবদেহের জন্য পুষ্টি যোগান, অক্সিজেন ও মূল্যবান কাঠ সরবরাহ, দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ নৈসর্গিক শোভা বর্ধনে ফল ও ফলদ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে ১৩০টিরও বেশী দেশীয় ঐতিহ্যবাহী ফল রয়েছে। এসব ফল অনায়াসে আমাদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে।

দেশের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেট জেলায় বিভিন্ন ফলের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে কমলা ও আনারস উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। সারাবছর পর্যাপ্ত পরিমাণ ফল উৎপাদন করার জন্য ফলদ বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি এ দেশের ঐতিহ্যবাহী বিলুপ্তপ্রায় ফল যেমন কাউফল, ডেউয়া, করমচা, চালতা, জাম, তেঁতুল, দেশী বরই, বিলিম্বি, গাব, ক্ষুদিজাম ইত্যাদি যেন হারিয়ে না যায় সেদিকে সকলকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস দেশকে ফল উৎপাদনে সমৃদ্ধ করবে। আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে ঐতিহ্যবাহী এসব ফল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১২ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ফল মানব জাতির প্রথম ও প্রাচীনতম খাদ্য। খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি সরবরাহ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশি ফলসমূহ অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর মাটির কারণে অল্প পরিচর্যায় ভাল ফলন দিয়ে থাকে। কিন্তু বিদেশী ফলের ভিড়ে খুদিজাম, গোলাপজাম, ডালিম, ডেউয়া, ড্যাফল, গাব, লটকন, কদবেল এসব অপ্রচলিত দেশি ফল আজ বিলুপ্তির পথে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন জনপ্রতি ১২০ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বিদেশী ফল আমদানী করে এ চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। দেশি ফলের চাষ বৃদ্ধি করে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও চড়া দামে বিদেশী ফল আমদানীর পরিবর্তে দেশি ফল রপ্তানীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের মতো দক্ষিণাঞ্চলে এবং পার্বত্য অঞ্চলে ফলের চাষ যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। এ সব অঞ্চলে ফলদ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে পতিত জমি, বসত বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনা প্রচলিত দেশি ফল গাছে ভরিয়ে তুলতে হবে। শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও যতটুকু সম্ভব ফল চাষের পরিমান বাড়াতে হবে। আম, জাম ও কাঁঠাল ইত্যাদি সুস্বাদু ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে এবং এগুলোর ফলনও যথেষ্ট পরিমানে হয়। সারা দেশে এসব চাষ করে পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এর চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন।

ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ একদিকে যেমন আমাদের অপ্রচলিত ফলসমূহকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষায় অবদান রাখবে, অপরদিকে ফল চাষ এবং এর প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অসামান্য অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

ফলের দ্বারা পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে ১৬-৩০ জুন, ২০১২ ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ এর প্রতিপাদ্য **অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফলের গাছ লাগান** সর্বস্তরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি আশা করি।

আমি ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ, ২০১২ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মতিয়া চৌধুরী)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভিটামিন ও খনিজ লবণ সরবরাহ, খাদ্য চাহিদা পূরণ, মেধার বিকাশ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ফল গাছ অসামান্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের ফসল ভিত্তিক জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ আসে ফল থেকে। দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের ফল আমাদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের মত অন্যান্য অঞ্চলেও ফল চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে পরিকল্পিতভাবে ফলদ বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। বসতবাড়ীর আঙ্গিনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উঁচু রাস্তার ধারে ফল চাষ ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষ করে পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ফল রপ্তানী করে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

প্রতিবারের মতো এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ, ২০১২ জাতীয়ভাবে উদযাপিত হচ্ছে যার প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে **অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফলের গাছ লাগান**। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে ফলদ বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ করা। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ, ২০১২ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকায় তিন দিনব্যাপী (১৬-১৮ জুন/২০১২) জাতীয় ফল মেলা আয়োজন, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিনামূল্যে ফলের চারা/কলম বিতরণ, সেমিনার, কর্মশালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষে বৃক্ষ রোপণ আন্দোলন সফল করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১ কোটি ১৫ লাখ ৩০ হাজার ফলের চারা/কলম বিতরণ করবে। জনগণকে সচেতন করতে পোস্টার, লিফলেট ও বুকলেট বিতরণ করা হচ্ছে এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ফলদ বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। অপরদিকে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক 'কৃষিকথা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ বেতার ও টেলিভিশনে ফলদ বৃক্ষ রোপণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ/২০১২ এর সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করি।

(মনজুর হোসেন)

রোপণ করলে ফলের চারা
আসবে সুখের জীবন ধারা

কৃষি মন্ত্রণালয়

ফল খান দেশি
বল পাবেন বেশি

প্রচারণায় : কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫